খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক, মাননীয় মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
পরিচালনায় : জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
সভার স্থান : শহীদ আলতাফ মিলনায়তন, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ও দিন-ক্ষণ : ০৯/০৫/২০২৪, বৃহস্পতিবার, বেলা ১১-০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা
২. জনাব এস,এম মনিরুজ্জামান
৩. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম
৪. জনাব গোলাম রব্বানী
৫. জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী
৬. জনাব শেখ শামসুদ্দিন আহম্মেদ
৭. জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ
৮. জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান
৯. জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান
১০. জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম
১১. জনাব মোঃ শফিকুল আলম
১২. জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ
১৩. জনাব শেখ মফিজুর রহমান পলাশ
১৪. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম (মুন্না)
১৫. জনাব শেখ হাসান ইফতেখার চালু
১৬. জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ
১৭. জনাব এস,এম রাজুল হাসান রাজু
১৮. জনাব মোঃ জাকির হোসেন বিপ্লব
১৯. জনাব শেখ মোঃ গাউসুল আজম
২০. জনাব মোঃ ইমরুল হাসান
২১. জনাব কাজী আবুল কালাম আজাদ বিকু
২২. জনাব আলহাজ্ব ইমাম হাসান চৌধুরী ময়না
২৩. জনাব মোঃ আলী আকবর
২৪. জনাব এস, এম, রফিউদ্দিন আহম্মেদ
২৫. জনাব মোহাম্মাদ জিয়াউল আহসান
২৬. জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
২৭. জনাব এস এম মোজাফফর রশিদী রেজা
২৮. জনাব মোঃ আরিফ হোসেন

সভায় উপস্থিত সংরক্ষিত আসনের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে) :

১. জনাব মনিরা আক্তার
২. জনাব সাহিদা বেগম
৩. জনাব রাফিজা
৪. জনাব খাদিজা সুলতানা
৫. জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু
৬. জনাব রোজী ইসলাম
৭. জনাব মাহমুদা বেগম
৮. জনাব কনিকা সাহা
৯. জনাব মাজেদা খাতুন
১০. জনাব জেসমিন পারভীন জলি

সভায় উপস্থিত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দঃ

১. পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।
২. চীফ জেনারেল ম্যানেজার, চীফ জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়, বিটিসিএল, দক্ষিণাঞ্চল, খুলনা।
৩. তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, খুলনা এর প্রতিনিধি।
৪. তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।
৫. চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওজোপাডিকো লিঃ, খুলনা।
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা ওয়াসা, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা এর পক্ষে প্রতিনিধি।
৯. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, খুলনা।
১০. পরিচালক, বিআরটিএ, খুলনা এর পক্ষে।
১১. পরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-৬, খুলনা।
১২. জনাব হাসনা হেনা, উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, খুলনা

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন কেসিসি মসজিদের ইমাম হাফেজ মোঃ হাবিবুল্লাহ। অত:পর মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কেসিসি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মশিউজ্জামান খান উপস্থিত সকলের প্রতি সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক সভা পরিচালনা করেন। এ পর্যায়ে সময়ের স্বল্পতাহেতু মাননীয় মেয়র মহোদয়ের অনুমতিক্রমে **কেডিএ'র চেয়ারম্যান** বলেন, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মত সৎ ও যোগ্য নেতা পেয়ে খুলনাবাসী অত্যন্ত ভাগ্যবান। খুলনার উন্নয়নে যে মানের যোগ্য নেতৃত্ব তিনি দিয়েছেন, তাতে তিনি বড় মাপের পরিচয় দিয়েছেন। সকলের অবগতির জন্য তিনি জানান যে, তিনি একজন খুলনারই ছেলে এবং খুলনার উন্নয়নে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের আশির্বাদে তিনি কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। একই সরকারের অধীনে কেডিএ ও কেসিসি এ দুটি প্রতিষ্ঠান। উভয়ের প্রচেষ্টায় খুলনাকে সুন্দর করে গড়ার জন্য এক সাথে কাজ করার সুযোগ পাওয়া গেছে। কিন্তু দু:খের বিষয় অল্প কিছু বিষয় নিয়ে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছোট ছোট দুরত্ব তৈরি হয়েছে। এ দুরত্বগুলো তিনি কাটিয়ে উঠতে চান এবং তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে চান। আর তাই যখন প্রয়োজন হয়েছে তখনই মেয়র মহোদয়ের টেলিফোনিক আলাপে তিনি সাড়া দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তিনি প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্ক্রীনে সকলের সামনে ম্যাপে কয়েকটি প্রকল্প সম্পর্কে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রকল্পগুলো অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তার মধ্যে একটা প্রকল্প প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে স্কীনে হলুদ দাগে 'বয়রা মেইন রোড' দেখানো হয়েছে। এ সড়কটি চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। খুলনা ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে এ প্রকল্প বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হয়েছে এবং একটা ডিপিপি প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ নিয়ে সভা করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের উচিত ছিল এটা প্লানিং কমিশনে পাঠানো। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের একটা ডিও লেটার পেলে প্রকল্পটি সহজে বেগবান হবে মর্মে তাঁকে জানালে মাননীয় মেয়র মহোদয় পরের দিন তা দেয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু তিনি আধা ঘন্টার মধ্যে কেডিএ অফিসে পৌঁছেই খবর পান মাননীয় মেয়র মহোদয় ডিও লেটার পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা একটা অনন্য উদাহরণ। তাঁর মত বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে কাজের যে সাড়া পাওয়া গেছে তা মন্ত্রণালয়ে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। আমরা মুখে বলি এক রকম, অন্তরে করি আরেক রকম। শুধু মুখে স্মার্ট বাংলাদেশ বললে হবে না, কাজে তা প্রমাণ করতে হবে। গত ২৭/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ শনিবার প্লানিং কমিশনের সভায় কেডিএ'র ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে। যেটা বাদ গেছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং সেটা সম্পর্কে কেসিসি'র মাননীয় মেয়র মহোদয় ডিও লেটার দিয়েছেন। উক্ত প্রকল্পটি মাননীয় মেয়র মহোদয় রাখতে চান। বিষয়টি শোনার সাথে সাথে প্লানিং কমিশন সেটাও অনুমোদন দিয়েছেন। সেজন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়কে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গতকাল খুলনা সিটি কর্পোরেশন থেকে পাঠানো কেডিএ-তে প্রেরিত একটা চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট কেসিসি'র পাওনা বকেয়া পৌরকর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। গত এপ্রিল মাসেও এ রকম একটা চিঠি এসেছিল। যার প্রেক্ষিতে গত ০৯/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ কেডিএ-তে এ সংক্রান্তে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটা কমিটি গঠন করে দেয়া হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন এবং কেডিএ উভয়ই সরকারি প্রতিষ্ঠান।

সিটি কর্পোরেশন তাদের আইনে চলে, কেডিএ ও তার আইনে চলে। যার যা প্রাপ্য আছে দিয়ে দেয়ার জন্য তিনি উক্ত কমিটিকে বলে দিয়েছেন। কেডিএ'র আইনে কেসিসি যা প্রাপ্য হবে মেয়র মহোদয়ের সাথে বসে সেটা সমাধান করার জন্য তিনি মেয়র মহোদয়কে আশ্বস্ত করেন। সরকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, বকেয়া পৌরকর কেন দেয়া হবে না। এটা ব্যক্তিগত বিষয় না এবং কেউ টাকা পকেটে ভরে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে না। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে কেডিএ জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। কেসিসি এবং কেডিএ একসাথে কাজ করতে চায়। কেডিএ ও কেসিসি যেভাবে এগিয়ে এসেছে সেভাবে কেডিএ কে সাপোর্ট করে, তাদেরকে ব্যবহার করে ফলাফলটা বের করে নেয়ার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। বায়তুন নুর জামে মসজিদের জায়গা সম্পর্কে তিনি বলেন, বায়তুন নুর জামে মসজিদ সম্পর্কে সর্বশেষ সভার দিন তিনি ঢাকায় ছিলেন। কেডিএ'র নিজস্ব কোন জায়গা নাই। ডিসি অফিস জমি অধিগ্রহণ করে দেয়। কোথায় কোন্ জায়গা আছে তারা সবই জানে। বায়তুন নুর মসজিদের (তৎকালীন মোহাম্মদ নগর জামে মসজিদ) জায়গা সম্পর্কে ১৯৮০ সালের ২২ নভেম্বর তারিখে তখনকার জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে/সভাপতিত্বে একটা সভা হয়েছিল। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, মোহাম্মদ নগর জামে মসজিদের স্থলে প্রস্তাবিত খুলনা বায়তুন নূর জামে মসজিদ ও ইসলামিক রিসার্স সেন্টার নির্মাণের জন্য কেডিএ ১, ২, ৩, ৪, ৫B, ৫C, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ নং প্লটে সর্বমোট ৪৯.৪৯ কাঠা (৮২ শতক) জমি মসজিদ কমিটিকে হস্তান্তর করবে। তাতে আরো লেখা আছে মোহাম্মদ নগর জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষের নিকট বানিয়াখামার মৌজার ১৩৬৬ ও ১৩৬৭ নং দাগে ৪২ শতক জমি প্রস্তাবিত মসজিদ ও ইসলামিক রিসার্স সেন্টার নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করবে। কিন্তু বানিয়াখামার মৌজার এই ১৩৬৬ ও ১৩৬৭ নং দাগের জমির কোন হদিস পাওয়া যায় না। যে জায়গা একোয়ার করা হয়েছিল তার মধ্যে এ দাগের জমি নেই। ঐ সভার ছয় মাস আগে সেখানে ম্যাপ করা হয়েছিল, তাতেও ঐ দুইটি দাগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। মসজিদের জায়গাটি ১০১০ নং দাগে রয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয় বর্তমানে একটা কমিটি করে দিয়েছেন, এ জন্য তিনি তাঁকে ধন্যবাদ জানান। উক্ত কমিটি যাচাই-বাছাই করে দেখবে। তিনি আরো বলেন, যশোর রোডে কেডিএ নিউ মার্কেটের উত্তর পার্শ্বস্থ ফলের দোকান ও গ্রীল হাউজ আছে। গ্রীল হাউজের চুক্তি শেষ। এগুলো তুলে দিয়ে সেখানে মার্কেটে গাড়ি ঢোকার জন্য ৬০ফুট রাস্তা করা হবে। ফলের দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঈদের সময় সেখানে প্রচুর ভিড় হয়। আশা করছি কোরবাণী'র ঈদের আগেই জনস্বার্থে সেখানে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। সোনাডাঙ্গাতে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নির্দেশনায় কেডিএ এসটিএস করার জায়গা দিয়েছে। নিরালাতে ব্রীজ হচ্ছে, তার দৈর্ঘ্য ৩০০ মিটার এবং গল্লামারীতে যে ব্রীজ হচ্ছে তার দৈর্ঘ্য ৬০ফুট। এ ব্রীজের কাজ চলমান। শিপইয়ার্ড রাস্তার বিষয়ে প্লানিং কমিশনে মিটিং হয়েছে ২১ মার্চে। মে-জুন মাস (২৪) পর্যন্ত ওয়াসার স্যুয়োরেজ কাজ হবে। ঐ কাজ শেষ হলে শিপইয়ার্ডের রাস্তার বাকি কাজ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা হবে। আবু নাসের বাইপাস রোড কেডিএ ৯-১০ সালে তৈরি করেছে এবং তার পরই কেসিসিকে হ্যান্ড-ওভার করা হয়। ১৪ বছরে যদি ঐ রাস্তায় আর কাজ না হয় তবে সেই রাস্তার কিছুই থাকে না। উক্ত রাস্তাটি LGED'র মাধ্যমে করতে ঐ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তার আলাপ হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কেডিএ'র কার্যক্রম অন লাইন সিস্টেমে শুরু হয়েছে। নকশা অনুমোদন হলে তার অন লাইন কপি সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলরদের কাছে চলে যাবে। আমাদের শহর খুলনাকে পরবর্তী জেনারেশনের জন্য সুন্দর করে গড়ার জন্য সকলে মিলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে চান মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে খুলনাকে গ্রীণ সিটি হিসেবে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন বড় বড় বিল্ডিং ভেঙ্গে রাস্তা প্রশস্ত করে সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। খুলনা শহরে পরিবেশ সুন্দর করতে কিছু ভাংচুর করা লাগতে পারে, এ ব্যাপারে নৈতিক সমর্থন প্রয়োজন। এ জন্য তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি বলেন, কেডিএ'র চেয়ারম্যান মহোদয় যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তার মধ্যে বায়তুন নূর জামে মসজিদ সম্পর্কে বলেন, ১৯৮০ সালে যখন জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে বায়তুন নূর জামে মসজিদ সম্পর্কে সভা হয় তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তারা জেনে বুঝেই ঐ মসজিদ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন খুলনা সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ছিল। উক্ত মসজিদের স্থলে ১৯৪৮ সালে ঐ এলাকার মানুষ মোহাম্মদ নগর জামে মসজিদ নামে একটি মসজিদ তৈরি করে। কেডিএ'র চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন মসজিদের জমি ঐ দুই দাগে ৪২ শতক আছে এবং জেলা প্রশাসক সাহেবও বলেছেন ঐ দুই দাগে ৪২ শতক জমি আছে। আর ঐ এলাকায় যাদের জমি এ্যাকোয়ার করা হয় তাদের আরো জমি ছিল ১৪ শতক যা তারা মোহাম্মদ নগর জামে মসজিদে দান করে দেয়। কেডিএ যাদের নামে বরাদ্দ দিয়েছিল সেই বরাদ্দ বাতিল করে কেডিএ মসজিদে দিয়েছিল ৫৯.৭৬ কাঠা (৮২ শতক) জমি, বায়তুন নূর মসজিদের জমি ছিল ৪২ শতক। সব মিলিয়ে বর্তমান জরিপে (BRS) বায়তুন নূর মসজিদের নামে ১.৩৫৬০ একর জমি রেকর্ড হয় এবং ভোগ দখলে আছে ১.২৪ একর জমি। বাকি জমি মসজিদের ভোগ দখলে নাই। এই জমি সম্পর্কে কাগজপত্রসহ নথি কেডিএ'র চেয়ারম্যান সাহেব নিজ হাতে তাকে দিয়েছিলেন। আল্লাহর ঘরের জমি সংক্রান্ত কাগজপত্র আল্লাহই তাকে পাইয়ে দিয়েছেন। এ মসজিদ কেডিএ'রই তৈরি করার কথা ছিল, তৎকালীন পৌরসভার না। সব মিলিয়ে মসজিদের সর্বশেষ সভায় সিদ্ধান্ত হয় জেলা প্রশাসনের সার্ভেয়ার এবং কেডিএ ও কেসিসি'র সার্ভেয়ার দ্বারা জমি পরিমাপ করা হবে, যার ভিতর জমি বেশি থাকবে সে জমি ছেড়ে দিবে। বায়তুন নুর জামে মসজিদ কমপ্লেক্স পরিচালনা কমিটির সভাপতি হচ্ছেন কেসিসি'র মাননীয় মেয়র, সদস্য-সচিব প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ক্যাশিয়ার হচ্ছেন বাজেট কাম একাউন্টস অফিসার। বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়, জেলা প্রশাসক, কেডিএ'র চেয়ারম্যান, পুলিশ কমিশনার এবং মাননীয় মেয়র মহোদয়সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থেকে জমি পরিমাপ করে বিষয়টি তিনি সুরাহ করার অনুরোধ জানান। তার পক্ষ থেকে যত ধরনের সহযোগিতা দরকার সব সহযোগিতা করার জন্য তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন। বায়তুন নূর জামে মসজিদ আল্লাহর ঘর কথাটি মনে রেখে তিনি এ বিষয়ে সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা কামনা করেন।

জনাব মোঃ সাহিদুর রহমান,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৮, কেসিসি বলেন, প্রতিদিন শত শত তেলবাহী ট্যাংক খুলনা শহরে প্রবেশ করে এবং তেল ভর্তি ট্যাংক পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ওয়েল কোং থেকে তেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। গাড়ীগুলো আবু নাসের বাইপাস রোড দিয়ে যায়। ঐ রোডটি গাড়ী চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। উক্ত রাস্তাটি মেরামতের জন্য কেডিএ'র কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তা তিনি জানতে চান।

জনাব মোঃ আরিফ হোসেন,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৩১, কেসিসি বলেন, তার এলাকায় ৩০-৩১ নং ওয়ার্ডের একটাই মেইন রোড 'শিপইয়ার্ড রোড'। সেখানে কবে কাজ শেষ হবে ঠিকাদারকে জিজ্ঞাসা করলে ঠিকাদার উত্তর দেয় ২৯ সালে শিপইয়ার্ড রোডের কাজ শেষ হবে। এটার ব্যাখ্যা তিনি জানতে চান। দুইটা সুইচ গেট ভেঙ্গে ফেলায় প্রতিনিয়ত ২৮, ৩০, ৩১ নং ওয়ার্ড তলিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে বার বার বলার পরও তারা কর্ণপাত করে না। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কেডিএ'র চেয়ারম্যান-কে তিনি অনুরোধ জানান।

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। গত ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়ীকরণ।	**মাননীয় মেয়র মহোদয়** উপস্থিত সম্মানিত প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কেসিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে সালাম ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন পূর্বক বলেন, সকলের সামনে বোর্ডে ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দেয়া হয়েছে এবং ইতোপূর্বে উক্ত কার্যবিবরণী সম্মানিত কাউন্সিলরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। অত্র কার্যবিবরণীতে যদি কোন সংশোধনী অথবা কোন সংযোজন-বিয়োজন থাকে তবে তা উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান। উল্লিখিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী বা সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় মেয়র মহোদয়সহ সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলের মতামতের ভিত্তিতে ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করার জন্য একমত পোষণ করা হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ৩১/০১/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ২য় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২। (ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সাংবাদিক এ কে হিরু (খ) সাবেক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান বাচ্চু (গ) প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী (ঘ) খুলনা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ দেলওয়ারা বেগম (ঙ) জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ সাবেক মহিলা ভলিবল খেলোয়াড় হোসনে আরা খান এবং (চ) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি খুলনা অঞ্চলের মহাসচিব ও খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী এম এ কাফি এর মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, গত ২য় সাধারণ সভার পর হতে অদ্য সভা পর্যন্ত খুলনার কয়েকজন গুনি, জ্ঞানী ও স্বনামধন্য মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাদের স্মরণে কয়েকজনের নামে শোক প্রস্তাব আনা হয়েছে। এ শোক প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, খুলনা শহরের খ্যাতনামা ও স্বনামধন্য কয়েকজন ব্যক্তি মৃতবরণ করায় তাঁদের সম্পর্কে শোক প্রস্তাব আনায়ন করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে (ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সাংবাদিক এ কে হিরু (খ) সাবেক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান বাচ্চু (গ) প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী (ঘ) খুলনা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ দেলওয়ারা বেগম (ঙ) জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ সাবেক মহিলা ভলিবল খেলোয়াড় হোসনে আরা খান এবং (চ) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি খুলনা অঞ্চলের মহাসচিব ও খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী এম এ কাফি মৃত্যুবরণ করায় তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁদের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ঐ সকল খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে তিনি শোক প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। এছাড়া অত্র কার্যবিবরণীর কপি মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিশেষে তাঁরই নির্দেশনায় মৃত ব্যক্তিগণের রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে (ক) বীর মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র সাংবাদিক এ কে হিরু (খ) সাবেক অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান বাচ্চু (গ) প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সিন্দাইনী (ঘ) খুলনা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ দেলওয়ারা বেগম (ঙ) জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ সাবেক মহিলা ভলিবল খেলোয়াড় হোসনে আরা খান এবং (চ) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি খুলনা অঞ্চলের মহাসচিব ও খুলনা বিভাগীয় সমন্বয়কারী এম এ কাফি মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এছাড়া অত্র কার্যবিবরণীর কপি মৃত ব্যক্তিগণের পরিবারে পৌঁছে দেয়ারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৩। গত ২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মোঃ শাহাদাত মিনা, সভাপতি, পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১,** কেসিসি গত ২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, প্রকৃতির ভারসাম্য ও পরিবেশ রক্ষার জন্য কেসিসি এলাকায় গাছ লাগানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। আইল্যান্ডগুলোতে ভাল সাপোর্ট দিয়ে গাছ লাগানো হলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। **ড. পেরু গোপাল বিশ্বাস, ভেটেরিনারি অফিসার,** কেসিসি বলেন, মহানগরীতে গাছ লাগানোর জন্য কেসিসি'র নিজস্ব পর্যাপ্ত জায়গা নেই। তবে সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এ ৪১ ধারার ৩য় তফশীলে ২৪ এর ১ ধারায় বলা আছে নগরীর সাধারণ রাস্তায় ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষরোপন করতে পারবে। তাছাড়া ২৪ এর ১ থেকে ৬ উপ-ধারায় আইনে বলা আছে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জায়গায় গাছ লাগাতে পারবে। আরো একটি বিষয় হলো সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন রাস্তায় পার্ক বা কেসিসি'র যে কোন স্থানে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর গাছ যেমন ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি বা একাশিয়া এবং বোতলব্রাস ইত্যাদি (ক্ষতিকর) গাছ কেটে ফেলা দরকার এবং উক্ত স্থানে দেশী প্রজাতির পরিবেশ বান্ধব (বকুল, কদম, জারুল, পলাশ, তাল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিম, কদবেল, সীল কড়ই, অর্জুন, বট ইত্যাদি) গাছ রোপন করা যেতে পারে। সাত রাস্তার মোড়ে আইল্যান্ডে বিদ্যমান বটগাছ তলায় শীতল ছায়ায় পথিক বসে তীব্র তাপদাহে কিছুটা হলেও প্রশান্তি লাভ করে। এই শহরে আরো এ ধরণের গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি নাগরিকদের স্বস্তি দেয়া সম্ভব। **জনাব এ্যাডঃ মেমরী সুফিয়া রহমান শুনু, সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৫** বলেন, সোনাডাঙ্গা ও খুলনা সদর থানা এলাকায় গাছ লাগানোর পর্যাপ্ত জায়গা নেই। তবে খালিশপুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে গাছ লাগানোর জন্য জায়গা আছে বিধায় তিনি তার তিন ওয়ার্ডে ৩০০ গাছ বরাদ্দ দেয়ার দাবী জানান। **জনাব মোঃ আলী আকবর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫** বলেন, গাছ লাগানোর তালিকাসহ স্থান নির্ধারণ করে সম্মানিত কাউন্সিলরদের পক্ষ থেকে চাহিদা পত্র দাখিল করলে সেখানে গাছ রোপনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। **জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি বলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের মিটিং-এ সচিব স্যার বলে দিয়েছেন ধুলিযুক্ত রাস্তায় পানি ছিটানোর বিষয়টি লোক দেখানোর জন্য করা হয়। তাই উক্ত সভায় সচিব মহোদয় এতো দামী পানি ছিটানোর গাড়ী (স্প্রে-ক্যানন) ক্রয় না করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন।

আলোচনা
মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, খুলনা শহরে ২২টি মোড়ে সৌন্দর্য বর্ধনের পর পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য কেসিসির নিজস্ব জায়গায়, খালিশপুর, দৌলতপুর এলাকায় দেশী গাছ লাগানো যায়। তবে নগরীর যেখানে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি বা একাশিয়া এবং বোতলব্রাস ইত্যাদি গাছ আছে, সেখানে গাছগুলি কেটে ফেলতে হবে। তিনি আরো বলেন, দৌলতপুর থেকে ফুলবাড়ি গেট পর্যন্ত রাস্তার ডিভাইডার ট্রাকের ধাক্কায় তিনবার ভেঙ্গে ফেলেছে। যে সব এলাকায় রাস্তায় গাছ লাগাতে হবে তার স্থান নির্ধারণসহ একটা তালিকা তৈরি করে চাহিদা পত্র সম্মানিত কাউন্সিলরদের মাধ্যমে জমা দিলে সেখানে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। সাত রাস্তার মোড়ে বিউটিফিকেশনের জন্য দেয়া হয়েছে, সেখানে আগেই গাছ লাগানো যাবে না। কেসিসি'র নিজস্ব জায়গায়/রাস্তায় অথবা অফিস স্পেসে গাছ লাগানো হবে। অন্যের জায়গায় গাছ লাগিয়ে ঝামেলা করা যাবে না। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকারি, বেসরকারি অথবা ব্যক্তি মালিকানার কোন জলাশয় ভরাট করা যাবে না এবং জেলা পরিষদ কর্তৃক কালিবাড়ী মহেশ্বরপাশার দিঘি/পুকুর ভরাট বন্ধ করতে হবে। উক্ত দিঘি/পুকুর ভরাট না করে জনস্বার্থে আধুনিকিকরণ/সংস্কার করার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং জনগণ সেটা ব্যবহার করবে। তারা যদি না পারে তবে উক্ত দিঘি/পুকুরটি সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তর করলে কেসিসি সেটার ব্যবস্থা নিবে। কোন অবস্থাতেই ঐ দিঘি ভরাট করা যাবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে ঐ এলাকার এমপি। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে উক্ত দিঘি ভরাট বন্ধের ব্যবস্থা করবেন মর্মে ১নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, চলমান কেসিসি'র উন্নয়ন কার্যক্রমে ধূলিযুক্ত রাস্তায় পানি ছিটানোর কথা তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)-কে ইতোমধ্যে বলে দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:	
১। (১) খুলনা শহরে পরিবেশ রক্ষায় ও সৌন্দর্যবর্ধনে কেসিসি'র নিজস্ব জায়গায়/অফিস স্পেসে এবং রাস্তাসমূহে গাছ লাগানোর জন্য সম্মানিত কাউন্সিলরদের মাধ্যমে স্থান নির্ধারণসহ তালিকা তৈরি করে চাহিদা পত্র দাখিল করলে, গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্পত্তি শাখা
(২) পরিবেশের ক্ষতিকর বৃক্ষ যেমন ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি বা একাশিয়া এবং বোতলব্রাস ইত্যাদি (ক্ষতিকর) গাছ কাটার এবং উক্ত স্থানে পরিবেশ বান্ধব দেশী প্রজাতির গাছ রোপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্পত্তি শাখা
২ (১) জেলা পরিষদ কর্তৃক কালিবাড়ী মহেশ্বর পাশা দিঘি ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য পত্র প্রদান করাসহ উহা ভরাট বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	সম্পত্তি শাখা
(২) কেসিসি এলাকায় সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানার সকল জলাশয়/পুকুর ভরাট বন্ধকরণ এবং পাশাপাশি জলাশয়/পুকুরগুলো সংস্কার/খনন পূর্বক পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার জন্য আইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পূর্ত বিভাগ ও সম্পত্তি শাখা
৩। কেসিসি এলাকার জনবহুল ও চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমে ধূলিযুক্ত রাস্তায় পানি ছিটানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	যানবাহন (গ্যারেজ) শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৪। গত ১৪/০৩/২০২৪ ও ২১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ, সভাপতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি গত ১৪/০৩/২০২৪ ও ২১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে ১৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ এবং ২১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ দুইটি সভা করা হয়। সভার মাধ্যমে উল্লিখিত সুপারিশগুলো করা হয়। অদ্য সাধারণ সভায় এ সুপারিশগুলো তিনি অনুমোদনের অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), কেসিসি বলেন, ওয়ার্ড এলাকায় ড্রেনের আউটলেট সংযোগে স্টীল এর নেট বসানোর জন্য যদি লিস্ট পাওয়া যায় তাহলে ভাল হয়। এ প্রকল্পে ৭৮ লক্ষ টাকা ধরা আছে। **জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ,সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩,** কেসিসি বলেন, আমাদের দেশে বর্ষার সময় ডেঙ্গু মশার কামড়ে অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তিনি নিজেও একজন ডেঙ্গু রোগী ছিলেন। ফগার কার্যক্রমে মশা ধ্বংসের চেয়ে মশার ডিম ধ্বংস করা বেশি প্রয়োজন। অল্প পানি যেখানে জমে থাকে তা পরিষ্কার পানি হলেও সেখানে মশা ডিম পাড়ে এবং তা থেকে ডেঙ্গু মশার জন্ম হয়। সুতরাং মশার ডিম ধ্বংস করা বেশি দরকার, যাতে মশা আর জন্ম নিতে না পারে। তিনি আরো বলেন, মশার লার্ভি সাইড ঔষধ আগে থেকে তৈরি করে রাখে এবং ডিম ধ্বংস করার জন্য পরে ঐ ঔষধ ব্যবহার করে। এভাবে ঔষধ ব্যবহার করলে ডিম ধ্বংস হবে না। ঔষধ তৈরি করে একদিন রেখে দিলে ঔষদের ক্ষমতা কমে যায়। যেদিন ঔষধ ব্যবহার করা হবে সেদিনই সকালে ঔষধ তৈরি করতে হবে। **জনাব মোঃ আলী আকবর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, তার ওয়ার্ডে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার বিষয়ে কঞ্জারভেন্সি অফিসার আনিসুর রহমান সাহেবকে ফোন করে অনুরোধ করলে এবং কন: সুপারভাইজারকে পাঠালেও তিনি কোন কথা বা কাজের মূল্য দেন না। তার ওয়ার্ডসহ প্রায় সব ওয়ার্ডেই পর্যাপ্ত ময়লার স্তুপ ৬ মাস ধরে পড়ে থাকলেও তা পরিষ্কার হয় না। শহর পরিষ্কার রাখতে হলে কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার এর মাধ্যমে এগুলো চিহ্নিত করে তাদেরই কাজ করতে হবে। তিনি অফিসে বসে কি কাজ করেন। আর তাদের নিজের কাজ করতে হয় না। তারা শুধু চেয়ারে বসে অর্ডার দিলেই কাজ হয়ে যায়। তাছাড়া আউট সোর্সিং লোক নিয়োগের বিষয়ে অভিযোগ আছে। সরকারি রেট অনুযায়ী আউট সোর্সিং-এ জনপ্রতি ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা মজুরি প্রদানের জন্য ধরা আছে। কিন্তু তারা কত টাকা করে পায় খোঁজ নেয়ার বিষয় আছে। আর ৫০/৬০ হাজার করে টাকা নিয়ে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি এ বিষয়গুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

আলোচনা
জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭, কেসিসি বলেন, কেসিসি'র সব ওয়ার্ড এলাকার জনবলের তালিকা অনুযায়ী ওয়ার্ডে মোট ৫৪৩ জন লোক কাজ করে। তার মধ্যে পরিচ্ছন্ন কাজে প্রতিদিন নিয়োজিত আছে নিয়মিত ৭৮জন, মাস্টার রোলে ১৮৯জন, আউট সোর্সিং-এ আছে ১২৬ জনসহ মোট ৩৯৩ জন লোক যদি দৈনিক মাত্র ৪ ঘন্টা করে কাজ করে তবে খুলনা শহর পরিষ্কার থাকবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** ১নং ওয়ার্ড হতে ৩১নং ওয়ার্ডে কর্মরত সকল আউট সোর্সিং কর্মীদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও ছবিসহ পরিচয় পত্র তৈরীতে একমত পোষণ করেন। সকল ওয়ার্ডে কঞ্জারভেন্সি বিভাগে কতজন সুপারভাইজার, ঝাড়ুদার, নর্দমা শ্রমিক, ভ্যান চালক, স্প্রে-ম্যান ও ফগার ম্যান কর্মরত আছেন সে বিষয়ে সঠিক তথ্য আনায়নে তিনি ওয়ার্ড সচিবদের পত্র প্রদানের সহমত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে সঠিক তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করবে। ছোট-বড় ড্রেনের সাথে বাড়ির আউটলেট সংযোগের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ময়লা পানি ড্রেনে যাবে। তাই আউটলেট সংযোগে স্টীল এর নেট বসানো যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন এবং এ বিষয়ে ওয়ার্ডের কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার তালিকা করবে। তিনি আরো বলেন, দূর্নীতি করে আউট সোর্সিং-এ যে সব লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের বিষয়ে স্পেসিফিক্যালী তথ্য দিলে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং অযোগ্য লোক বাদ দিয়ে যাচাই-বাছাই করে প্রকৃত কাজের ও যোগ্য লোক নেয়া হবে। ওয়ার্ডে মশক নিধন কার্যক্রমে যে ওয়ার্ডে লোক দরকার সেখানে লোক দেয়া হবে। তবে কেসিসি'র অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হলে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। মশক নিধন কার্যক্রমে যেদিন তেল ব্যবহার হবে সেদিনই সকালে মশার লার্ভি সাইড ঔষধ তৈরি করেই তা ব্যবহার করতে হবে। এখন থেকে সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়ে কঞ্জারভেন্সি কাজ করতে হবে মর্মে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ১৪/০৩/২০২৪ ও ২১/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :	
১	(ক) ০১ হতে ৩১ নং ওয়ার্ডে কর্মরত সকল আউট সোর্সিং কর্মীদের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও ছবিসহ পরিচয় পত্র তৈরির করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা
	(খ) বর্তমানে ০১ থেকে ৩১নং ওয়ার্ডে কত জন কন: সুপারভাইজার, ঝাড়ুদার, নর্দমা শ্রমিক, ভ্যান চালক, স্প্রে-ম্যান ও ফগার ম্যান কর্মরত আছেন এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিবদের পত্র প্রদান এবং এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা
	(গ) ওয়ার্ডের ছোট-বড় ড্রেনের সাথে বাড়ির আউটলেট সংযোগের ক্ষেত্রে যাতে শুধুমাত্র ময়লা পানি যায় সেজন্য স্টীল এর নেট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ বিষয়ে ওয়ার্ডে কঞ্জারভেন্সি সুপারভাইজার তালিকা করবে।	কন: শাখা
২	(ক) Ready For Use অর্থাৎ যে দিন মশার লার্ভি সাইড ধ্বংস করার জন্য তেল ব্যবহার করা হবে সেদিনই সকালে তেল তৈরি করে মশক নিধন ঔষধ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা
	(খ) কেসিসি'র অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হলে প্রয়োজনীয় ওয়ার্ডে প্রকৃত কাজের ও যোগ্য মশক নিধন কর্মী নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা
	(গ) খালিশপুর শাখা অফিস চত্বরে বিভিন্ন ধরনের ফুলের চারা রোপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	কন: শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৫। গত ২৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব এম ডি মাহফুজুর রহমান, সভাপতি, নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৯,** কেসিসি গত ২৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি তা অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, চেম্বার অব কমার্স এর সামনে কেসিসি'র রাস্তায় মিড আইল্যান্ডে কেসিসি ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের ফলক স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। খুলনা চেম্বার অব কমার্স সেখানকার মিড আইল্যান্ডে দুই দিন সৌন্দর্য করে পরে আর তাদের আগ্রহ থাকবে না। সেখানে তাদেরকে গাছ লাগাতে দেয়া যাবে না। কেসিসি যেভাবে সৌন্দর্য করবে সেইভাবেই হবে। বকেয়া বিজ্ঞাপন কর আদায়ের জন্য কোন বিল বোর্ড এ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা হবে না, প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের যে রেট আছে সেই রেট অনুযায়ী বকেয়া বিজ্ঞাপন কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ২৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ	
১.১। 'বন্ধু মিডিয়া' নামক প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞাপন করের বকেয়ার পরিমাণ এবং বকেয়া আদায় না হওয়ার কারণ ইত্যাদি বিষয়ে লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা লিখিত আকারে পরবর্তী সভায় ব্যাখ্যা দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা
১.২। যশোর রোডের ফেরিঘাট থেকে ডাক বাংলো মোড় পর্যন্ত মিড আইল্যান্ডে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য খুলনা শিল্প ও বনিক সমিতি কর্তৃক গাছ রোপন করতে দেয়া হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে উক্ত মিড আইল্যান্ডে বন্ধু মিডিয়া নামক প্রতিষ্ঠানের যে সকল স্থাপনা থাকবে সেটা সেভাবে রেখেই গাছ লাগাতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আইল্যান্ডে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কোন প্রকার ফলক স্থাপন করা যাবে না মর্মেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা ও লাইসেন্স শাখা
২.১। আগামী অর্থ বছর জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯ মেয়াদে ৫ বছরের জন্য কেসিসি'র প্রচলিত শর্তে ট্যাক্স প্রদান সাপেক্ষে মুজগুন্নি মহাসড়কের (সোনাডাঙ্গা মোড় হতে বয়রা বাজার মোড় পর্যন্ত) মিড আইল্যান্ড বিউটিফিকেশন ও বিজ্ঞাপন প্রচারের অনুমতি সংক্রান্ত বিষয়ে কেসিসি'র প্রচলিত শর্তে বরাদ্দ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা ও লাইসেন্স শাখা

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২.২। ফরনেক্স এ্যাড ফার্মের যে সকল সম্পত্তি মিড আইল্যান্ডে বিদ্যমান আছে তার পরিমান ও মূল্য নির্ধারণের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (ক) নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সভাপতি- সভাপতি (খ) জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ, কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-০৭- সদস্য (গ) জনাব রোজী ইসলাম, কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন নং-৬- সদস্য (ঘ) সহকারী এস্টেট অফিসার- সদস্য (ঙ) উপ-সহকারী প্রকৌশলী (প্লানিং)- সদস্য (চ) লাইসেন্স অফিসার (যানবাহন)- সদস্য (ছ) সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার- সদস্য-সচিব	প্লানিং শাখা
৩। পার্ক, মিড আইল্যান্ড, ফুটপথে সৌন্দর্যবর্ধন কল্পে ২৪/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ মালায় বর্ণিত আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মালি ও শ্রমিক নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হলো মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা
৪.১। এলইডি ডিসপ্লে এর উপর বিজ্ঞাপন কর হ্রাস করা যাবে কিনা এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন কেসিসি'র লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ/লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা
৪.২। শৈল্পিক শৈশব এর ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপনের অনুমতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা
৪.৩। বকেয়া বিজ্ঞাপন কর আদায়ের লক্ষ্যে কোন বিল বোর্ড এ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা হবে না, প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের যে রেট আছে সেই রেট অনুযায়ী বকেয়া বিজ্ঞাপন কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	লাইসেন্স (যানবাহন) শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬। গত ০৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মিস্টার খালিদ আহমেদ, সভাপতি, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৭,** কেসিসি গত ০৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির বর্ণিত সুপারিশমালা অনুমোদনে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৮/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ও সংস্কৃতিক স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : (১) ২১ ফেব্রুয়ারি "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত ৩,৬০,৬০০/-(তিনলক্ষ ষাট হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং এ বাবদ ভ্যাট ২৬,৩২০/-(ছাব্বিশ হাজার তিনশত কুড়ি) টাকা ও উৎস কর ১,২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সাপেক্ষে উক্ত অগ্রিম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা
৭। গত ০৭/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব শেখ মোহাম্মাদ আলী, সভাপতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি ও সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-৫,** কেসিসি গত ০৭/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব মোঃ আলী আকবর, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-২৫,** কেসিসি বলেন, এ স্থায়ী কমিটির সুপারিশসমূহ যাতে বাস্তবায়ন হয় তার পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, মসজিদ ভিত্তিক মক্তবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষক ভাতা পায় না। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার অনুরোধ জানান। টিউটোরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধনের বিষয়ে সরকারের আইন আছে। জেলা প্রশাসনের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ ও আলোচনা করে যদি তাদের ও সিটি কর্পোরেশনের আইনের সাথে কভার করে তবে সেগুলোর তালিকা চূড়ান্ত করে কেসিসি নিবন্ধন দিতে পারবে। জনাব এস,কে,এম তাছাদুজ্জামান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার কেসিসি বলেন, সরকার যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিবে সেগুলো বাদে বেসরকারিভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোচিং সেন্টার, টিউটোরিয়াল স্কুলগুলো নির্দিষ্ট ফিস্ জমা সাপেক্ষে মেয়র মহোদয় বরাবর আবেদন করলে তদন্ত পূর্বক সন্তুষ্ট হলে সিটি কর্পোরেশন সেগুলোর নিবন্ধন দিতে পারবে। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত কতগুলো মক্তব, মাদ্রাসা ও স্কুল আছে এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কতজন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী আছে, তাদের দৈনন্দিন উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার তথ্য/প্রতিবেদন আগামি সভায় উপস্থাপন করবেন মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী ঐসব প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতির বিষয়ে পত্র প্রদান এবং সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর-কে শিক্ষার্থী উপস্থিতির বিষয়ে নজরদারী করার জন্য পত্র প্রদান করতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকমত পরিদর্শন করেন না বা প্রতিবেদন প্রদান করেন না অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন না বিধায় তিনি তার সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসার যে সব শিক্ষক অন্যত্র চলে গেছে তার পরিবর্তে নিয়োগকৃত শিক্ষক হয়তো এখনো ভাতা পায়নি। এ বিষয়েরও তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার পরবর্তী সভায় দাখিল করবে।

সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে গত ০৭/০৩/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির সুপারিশমালা প্রসঙ্গে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :	হিসাব বিভাগ এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
(১) ১৭ মার্চ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, শিশুদের মাঝে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা জনাব এস কে এম তাছাদুজ্জামান এর নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত ৩,২৬,৬০০/-(তিনলক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয়শত) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং এ বাবদ ভ্যাট ২৪,৯৫৭/-(চব্বিশ হাজার নয়শত সাতান্ন) টাকা ও উৎস কর বাবদ ১,২০০/-(এক হাজার দুইশত) টাকা বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান সাপেক্ষে উক্ত অগ্রিম সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	
(২) ২৬ মার্চ-২০২৪ মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনার সাথে সমন্বয় রেখে কর্মসূচি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
বিবিধ-১ : খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভাতায় পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ও স্কুলের সংখ্যা, ঐসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা, তাদের দৈনন্দিন উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য/প্রতিবেদন কেসিসি'র শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার আগামি সভায় উপস্থাপন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতিকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিতির বিষয়ে পত্র প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরকে শিক্ষার্থী উপস্থিতির বিষয়ে নজরদারীর জন্য পত্র প্রদানেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা
বিবিধ-২ : সিটি কর্পোরেশন আইন-২০০৯ এর ৩য় অধ্যায়ের ১১১, ১১৩, ১১৪ ও ১১৫ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক সরকারি নিবন্ধন ব্যতিত কর্পোরেশন এলাকায় বেসরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি কেসিসি নিবন্ধন করতে পারবে। তবে মাননীয় মেয়র মহোদয় বরাবর নিবন্ধনের জন্য আবেদন করলে প্রয়োজনীয় তদন্ত পূর্বক রিপোর্ট সন্তোষজনক হলে নির্দিষ্টকৃত ফিস্ জমা সাপেক্ষে কর্পোরেশনের সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে কেসিসি উক্ত টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদি নিবন্ধন করতে পারবে। তাই আইন অনুযায়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিক বেসরকারি বা ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত টিউটরিয়াল স্কুল, কোচিং সেন্টার ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অফিসার শিক্ষা,স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৮। Khulna City Corporation and Brac এর মধ্যে the Asia Resilience Cities Project এর MOU স্বাক্ষর প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী, কেসিসি** Khulna City Corporation and Brac এর মধ্যে the Asia Resilience Cities Project এর MOU স্বাক্ষর সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, USAID এর অর্থায়নে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে খুলনা সিটি কর্পোরেশন এবং ব্রাকের মধ্যে সমঝোতা স্বাক্ষর হয়ে গেছে। তাই ব্রাকের সাথে এ সমঝোতা স্বাক্ষর এর বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **জনাব শেখ হাফিজুর রহমান হাফিজ,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৭,** কেসিসি বলেন, উল্লিখিত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রস্তুতকৃত MOU-তে মেয়র এবং কাউন্সিলরদের কোন নাম বা স্থান নাই। উক্ত MOU অফিসিয়ালী স্বাক্ষর করে নেয়া হয়েছে বিধায় এ বিষয়ে তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নিকট ব্যাখ্যা জানতে চান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** বলেন, সময়ের স্বল্পতার কারণে USAID এর অর্থায়নে এশিয়া রেজিলিয়েন্ট সিটিজ প্রকল্প বাস্তবায়নে MOU অফিসিয়ালীভাবে স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কেসিসি'র চীফ প্লানিং অফিসার দেশের বাইরে থেকে আসার পরে একটা প্রকল্প অবহিতকরণ সভা আহবান করে এ বিষয়ে তার নিকট থেকে বিস্তারিত জেনে নেয়া যাবে। তবে তিনি বর্ণিত MOU এখন অনুমোদনের অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে Khulna City Corporation and Brac এর মধ্যে the Asia Resilience Cities Project এর MOU স্বাক্ষর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্লানিং শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৯। ইজিবাইক ও পণ্যবাহী ইজিবাইকের ব্লু-বুক হারিয়ে গেলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি ইজিবাইক ও পণ্যবাহী ইজিবাইকের ব্লু-বুক হারিয়ে গেলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা নির্ধারণের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং বলেন, ইজিবাইক ও পণ্যবাহী ইজিবাইকের ব্লু-বুক হারিয়ে গেলে আগে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা ফিস্ দিয়ে ব্লু-বুক দেয়া হতো। সেখানে উক্ত ফিস্ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্পোরেশনের স্বার্থে বিষয়টি তিনি অনুমোদনের অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ইজিবাইকের ব্লু-বুক হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হতে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা বাড়িয়ে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা ধার্য করার বিষয়টি অনুমোদনে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ইজিবাইক ও পণ্যবাহী ইজিবাইকের ব্লু-বুক হারিয়ে গেলে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার স্থলে ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রাজস্ব বিভাগ
১০। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (০১ হতে ১০নং ওয়ার্ড) "ক" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (০১ হতে ১০নং ওয়ার্ড) "ক" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (০১ হতে ১০নং ওয়ার্ড) "ক" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

১১। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (১১ হতে ২১নং ওয়ার্ড) "খ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (১১ হতে ২১নং ওয়ার্ড) "খ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (১১ হতে ২১নং ওয়ার্ড) "খ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৭ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৫,৪৬৯.৭৫ (চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত উনসত্তুর টাকা পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা
১২। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (২২ হতে ৩১নং ওয়ার্ড) "গ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৬ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৪,৯৯৫.৫০(চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত পঁচানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (২২ হতে ৩১নং ওয়ার্ড) "গ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৬ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৪,৯৯৫.৫০(চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত পঁচানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে তা সমন্বয় করার অভিমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র (২২ হতে ৩১নং ওয়ার্ড) "গ" অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে বিতরণের জন্য ৭,৬৪৬ পিচ শাড়ী ও ২,৭০০ পিচ লুঙ্গি ক্রয় বাবদ ৪৪,৭৪,৯৯৫.৫০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার নয়শত পঁচানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ব্যয় অনুমোদন এবং ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৩। পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ৫২৯ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৫ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, স্যান্ডেল ও শাড়ি ক্রয় বাবদ ২,৯৯,৪৬০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৪৪৩/-টাকাসহ মোট ৩,৩০,৯০৩/- (তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত তিন) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।	**জনাব মশিউজ্জামান খান, প্রধান প্রকৌশলী,** কেসিসি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ৫২৯ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৫ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, স্যান্ডেল ও শাড়ি ক্রয় বাবদ ২,৯৯,৪৬০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৪৪৩/-টাকাসহ মোট ৩,৩০,৯০৩/-(তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত তিন) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয়ের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তা অনুমোদনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়**সহ উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগণ উল্লিখিত ব্যয় অনুমোদন এবং ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে তা সমন্বয় করার বিষয়ে সহমত ব্যক্ত করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে কেসিসি'র ৫২৯ জন পুরুষ শ্রমিক ও ১৩৫ জন মহিলা শ্রমিকের রবারের জুতা, স্যান্ডেল ও শাড়ি ক্রয় বাবদ ২,৯৯,৪৬০/-টাকা এবং ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩১,৪৪৩/-টাকাসহ মোট ৩,৩০,৯০৩/-(তিনলক্ষ ত্রিশ হাজার নয়শত তিন) টাকা ব্যয় অনুমোদন ও ভান্ডার শাখার সহকারী রফিকুল ইসলামের নামে অগ্রিম উত্তোলনকৃত উক্ত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	হিসাব বিভাগ ও ভান্ডার শাখা
১৪। বিবিধ-১	**জনাব এস.এম খুরশিদ আহম্মেদ,সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড নং-১৩,** কেসিসি বলেন, গোয়ালখালী কবরস্থানে সুন্দর অফিস হয়েছে এবং লাইটিং ও অন্যান্যসহ ৪০/৫০ লক্ষ টাকার জিনিস-পত্র স্থাপন করা হয়েছে। অথচ সেখানে কোন নাইট গার্ড নাই। তাই তদস্থলে পাহারা দেয়ার জন্য তিনি অন্তত: ০২(দুই) জন পাহারাদার নিয়োগ দেয়ার অনুরোধ জানান। **মাননীয় মেয়র মহোদয়** গোয়ালখালী কবরস্থানে পাহারা দেয়ার জন্য আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০২(দুই) জন পাহারাদার নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে কেসিসি'র গোয়ালখালী কবরস্থানে পাহারা দেয়ার জন্য আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ০২(দুই) জন পাহারাদার নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রশাসনিক শাখা

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-৫০৪।১

তারিখ- ৯ / ৫ /২০২৪খ্রিঃ

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

১। সম্মানিত মেয়র প্যানেলের সদস্য ও কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

নম্বর-৪৬.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০৮.২৪-৫০৪।১ (৭)

তারিখ- ৯ / ৫ /২০২৪খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। .....
৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৫। শাখা প্রধান (সকল),খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৬। সি.এ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
৭। সংশ্লিষ্ট নথি।

তালুকদার আব্দুল খালেক
মেয়র
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।